দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JUL 04 2000 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ...

41

এসএসসির ফল প্রকাশের ২২ দিন

নম্বরপত্রের অভাবে কলেজে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হতে পারছে না

সালাম জুবায়ের ॥ চলতি বছর এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর দীর্ঘ ২২ দিন কেটে গেছে; কিন্তু দেশের ৫টি শিক্ষা বোর্ড এখনো পরীক্ষার নম্বরপত্র তৈরি করতে পারেনি। এমন কি উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তির নিয়মাবলিও চূড়ান্ত করতে পারেনি। আগামী ৬ই জুলাই ভর্তি নীতিমালা চূড়ান্ত করা হবে। ফলে সারাদেশে প্রায় ২ হাজার কলেজ উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তি কার্যক্রম এখনো শুরু করতে পারেনি। কিন্তু শহরাঞ্চলের কিছু নামি-দামি কলেজ নম্বরপত্র ও নিয়মাবলি ছাড়াই ভর্তি কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছে। ফলে কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের মধ্যে চরম বিভ্রান্তি দেখা দিচ্ছে। অন্যদিকে নতুন শিক্ষাবর্ষের সময় অযথা নষ্ট হচ্ছে।

বোর্ড কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, চলতি জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহের আগে নম্বরপত্র বিতরণ করা সম্ভব হবে না।

এবছর (২০০০ সাল) এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে গত মার্চ মাসে। এর ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে গত ১১ই জুন।

সাধারণত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর বোর্ড থেকে মার্কশিট (নম্বরপত্র) স্কুলগুলোতে পাঠানোর পর কলেজগুলোতে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়। একই সাথে কি নিয়ম-কানুনের ভিত্তিতে কলেজে ছাত্র ভর্তি করা হবে তা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। এ নীতিমালা আগে বিভিন্ন বোর্ডে বিভিন্নরকম হতো। এখন ৫টি বোর্ডের চেয়ারম্যানরা ঢাকায় বৈঠক করে নীতিমালা ঠিক করেন। পরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সে নীতিমালা অনুমোদন করার পর তা সব কলেজকে জানিয়ে দেয়া হয়। সে নীতিমালা মেনে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়।

এবার এ নীতিমালা তৈরির জন্য ৫ বোর্ডের চেয়ারম্যানরা আগামী ৬ই জুলাই বৈঠকে বসবেন। ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. এটিএম শরীফউল্লাহ 'সংবাদ'কে জানান, ইতোমধ্যে ভর্তির নীতিমালার খসড়া তৈরি করা হয়েছে। বৈঠকে তা চূড়ান্ত করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নেয়ার পরই জানিয়ে দেয়া হবে।

জানা গেছে, এবার উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তি নীতিমালা প্রায় গত বছরের মতোই থাকবে। প্রাপ্ত নম্বরকে প্রাধান্য দেয়া হলেও লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ ব

ছাত্রছাত্রীদের মার্কা

ছাপা হয়। পরে তা

ভর্তি ঃ কার্যক্রম

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কম্পিউটার কেন্দ্রে নম্বর সংযোজন করে সব বোর্ডে পাঠানো হয়। সেখানে কর্মকর্তারা নম্বরপত্রে সই করে তা সব স্কুলে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রতি বোর্ড থেকে কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনে নম্বরপত্র এলাকাভিত্তিতে বিতরণ করা হয়।

জানা গেছে, গত ২রা জুলাই রোববার বিজি প্রেস থেকে নম্বরপত্র হস্তান্তর শুরু হয়েছে। এখন সেগুলোতে নম্বর সংযোজন করতে আরো ১০/১২ দিন সময় লাগবে বলে ঢাকা ও রাজশাহী বোর্ডের উর্ধ্বতন দুজন কর্মকর্তা 'সংবাদ'কে জানান। ফলে নম্বরপত্র বিতরণ করা মধ্য-জুলাইয়ে শুরু করা যাবে।

গতকাল দুপুরে ঢাকার ধানমন্ডিতে অবস্থিত কম্পিউটার সেন্টারে যোগাযোগ করে জানা যায়, এখনো তারা বিজি প্রেস থেকে সব নম্বরপত্র পাননি, কিছুসংখ্যক পেয়েছেন। তবে গতকাল সোমবারও তারা কম্পিউটারে নম্বর সংযোজন করা শুরু করেননি। এজন্য আরো দুতিন দিন সময় লাগবে।

ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. শরীফউল্লাহ জানান, ১৭ থেকে ১৯শে জুলাই— এ ৩ দিন ঢাকা বোর্ডের নম্বরপত্র বিতরণ করা হবে।

যশোর বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোয়াজ্জেম হোসেন জানান, নম্বরপত্র বিতরণ করা হবে ১৫ ও ১৬ই জুলাই। এ দু বোর্ড ইতোমধ্যে চিঠি দিয়ে নম্বরপত্র বিতরণের কথা স্কুলগুলোকে জানিয়ে দিয়েছে। তবে রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা বোর্ড এখনো নম্বরপত্র বিতরণের দিনক্ষণ ঠিক করেনি। তবে তারাও মধ্য-জুলাইয়ের দু একদিন আগে পরে নম্বরপত্র বিতরণ করবে বলে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে।

বেশকিছু নামকরা কলেজ, বিশেষ করে ঢাকার কিছু কলেজ ইতোমধ্যে ভর্তির নোটিশ দিয়ে কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছে। এ সম্পর্কে ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর শরীফউল্লাহ ও যশোর বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোয়াজ্জেম হোসেন 'সংবাদ'কে বলেন— [illegible]